

অর্গবের হিন্দু ধর্মের কাল্পনিক বিশ্লেষণ -বিপ্লব

আমি একটা বিষয় খুব পরিস্কার ভাবে বলতে চাইঃ

প্রথমতঃ যুক্তি দিয়ে ধর্মকে বুঝে তার থেকে বাজে দিকটা বর্জন করতে পারলে, লজ্জা পাওয়ার কারণ নেই।

দ্বিতীয়তঃ আধ্যাত্মিকতা আমাদের কাছে যৌন চাহিদার মতন। খাওয়া আর যৌন চাহিদা মিটলে, মানুষ ভাববে- সে কে? এই সৃষ্টির সাথে তার সম্পর্ক কি? সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? আমাদের জীবনেরই বা উদ্দেশ্য কি? এই সবের উত্তর বিজ্ঞানে এখনো পূর্ণাঙ্গ ভাবে পাওয়া যাবে না। কিন্তু যা পাওয়া যাবে, তা যে কোন ধর্মে যা লেখা আছে তার থেকে অনেক বেশী সন্তোষজনক।

যেটা যুক্তিবাদী ধার্মিকদের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে সেটা দুর্ভাগ্যজনক। ধর্মের বাজে দিকগুলোকে বাতিল করার চেষ্টা না করে, প্রাণপনে সেগুলোকে ইনিয়িং বিনিয়িং ঢাকার চেষ্টা করা হচ্ছে। শাক দিয়ে কি আর পচা মাছ ঢাকা যায় রে ভাই?

শ্রীমান অর্গব যে লেখাটা লিখল তাতে প্রচুর ভুল। আমি সামান্য কিছু 'প্রাসঙ্গিক' ভুল ভাঙাবো মাত্র। কোন রেফারেন্স দেওয়ার মতন সময় এখন নেই। শুধু আমি আশা করব রেফারেন্স গুলো ও নিজেই খুঁজে নেবে।

- প্রথম ধারণা, শুরুতে হিন্দু ধর্ম ছিল খুবই ভালো, পরে মানুষের লোভে বেদ এবং অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থগুলি বিকৃত করা হয়। এমন ধারণার কারণ গীতা। কৃষ্ণ অর্জুনকে এরকমই বলে ছিলেন।

কৃষ্ণ কি বললেন তাই দিয়ে তো ইতিহাস লেখা হয় না। অধ্যাপক শাস্ত্রী বা লুডভিগের ঋক বেদের অনুবাদ পরলে জলের মতন পরিস্কার হবেঃ

১. হিন্দুদের এই আদি বইটি খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর থেকে এক হাজার বছর ধরে লেখা হয়।
২. ঋকবেদ বর্ণবৈষম্যে পরিপূর্ণ- ইন্দ্র, অগ্নি এবং আর্য পুরুষের রাগ স্থানীয় দাশ, বা কালো বর্ণের লোকেদের প্রতি। ছত্রে ছত্রে কালো দস্যু বলে গালাগাল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইন্দ্রকে স্মরণ করে অনার্য নারীদের ধর্ষণ করার চেষ্টা

http://www.mukto-mona.com/new_site/mukto-mona/Articles/biplab_p al/veda_mathematics.htm

৩. আর, শুধুই ভোগবাদ। সুরা খাও, পিও, নারী নিয়ে আনন্দ কর!

বলার কিছুই নেই-ঋকবেদ পড়লেই বোঝা যাবে!

- এবার আসি কৃষ্ণের দাবিতে-যে বেদকে ভোগবাদী বানিয়েছে মানুষ! গীতার ত্যাগই সনাতন হিন্দুধর্ম!

রমেশচন্দ্র মজুমদার, রোমিলা থাপার – সমস্ত ভারতবিদ একটি ব্যাপারে একমত। গীতায় এই ত্যাগের ব্যাপারটা আর্যদের ধর্মগ্রন্থ বেদে কোন কালেই ছিল না। এই ত্যাগ এসেছে, স্থানীয় অনার্যদের শৈব ধর্ম থেকে। যাদের শুদ্র দাশ বানিয়েছে হিন্দুধর্ম!

অর্থাৎ গীতায় বেদের ভোগবাদ নিয়ে বক্তব্য আর্য্য ধাপ্লাবাজি।

- মনুস্মৃতির লেখা হয় নূন্যতম ছয়শত খৃস্টাব্দে। এর প্রমান এর ব্যাকারণ পানিনির বিশুদ্ধ ব্যাকারণ অনুসরণ করে। অর্থাৎ মনুবাদ এসেছে গীতার প্রায় দু হাজার বছর পরে। আগে নয়।
- এটা ঠিকই হিন্দু ধর্ম মহম্মদকে কৃষ্ণের কলি অবতার বা কল্কি বলে চালানোর চেষ্টা করে। যেমনটা করেছে বুদ্ধকে, বুদ্ধ অবতার বলে। কোন বৌদ্ধ সেটা মানে? এর সাথে আরঞ্জাজেব বা বাবরকে আনা হাস্যকর। তবে চেষ্টার জন্য সাধুবাদ অবশ্যই প্রাপ্য।
- এটা ঠিকই শ্রীরামকৃষ্ণ বহুত্ববাদের পথিক। কিন্তু সেটা হিন্দু ধর্মের মূলশ্রোতে পরে না। পরে না বলেই সুপ্রীম কোর্টের রায়ে, রামকৃষ্ণ মিশন আলাদা সংখ্যালঘু ধর্মের মর্যাদা পেয়েছে। কৃষ্ণের বিধর্মী আর মহম্মদের কাফেরের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? উভয়েরই সংজ্ঞা হচ্ছে যারা ঈশ্বরের (আল্লার) নিকট আত্ম সমর্পন করতে ইচ্ছুক নয়! আর ইন্দের সব ধর্মের প্রতি ভালোবাসা! বাপরে বাপ। ঋকবেদের ছত্রে ছত্রে বলছে ইন্দ্র দাশদের হত্যা করতে ভালোবাসেন।

http://www.mukto-mona.com/new_site/mukto-mona/Articles/biplab_pal/veda_mathematics.htm

- এবার আসি অদ্বৈতবাদে। এটা ঠিকই অদ্বৈতবাদে নস্তুিকতা স্বীকৃত। অর্ণব শঙ্কর ভাস্য পড়ে লিখলে ভালো করত- এই বিজ্ঞানআশ্রিত জগাখিচুরী আসলে নব্য অদ্বৈতবাদ। বিজ্ঞানকে অদ্বৈতবাদে ঢোকানোর চেষ্টা। এতে আমার আপত্তি নেই। আপত্তি আছে, এই চোরাকারবারিতে। বিজ্ঞানের নব্য দর্শন ঢুকিয়ে বলে দিলাম অদ্বৈতবাদ বিজ্ঞান সমর্থিত। এতো পরীক্ষায় টুকে পাশ করা। কোরানেও এভাবেই বিজ্ঞান ঢুকিয়ে, একটা আপাদমস্তক অবৈজ্ঞানিক গ্রন্থকে বিজ্ঞান সমর্থিত বলা হচ্ছে।
- মনুবাদের সমসাময়িক সময়ে মেয়েদের সামাজিক অবস্থান কি এতোই বাজে ছিল।? ছিল না। সেটা যেকোন বৌদ্ধগ্রন্থ পড়লেই পরিষ্কার হবে। মনুবাদের সমসাময়িক অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর নাম পাচ্ছি-প্রথমেই আমরপালির নাম করা যায়। নারী বৌদ্ধিক বিকাশকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে বৌদ্ধধর্ম।

এতেব পড়াশোনা না করে, অন্যকে হিন্দুধর্ম-অজ্ঞ বলার কি আছে?

